জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শিশুমৃত্যু

কাশির সিরাপ খেয়ে মধ্যপ্রদেশে ১৫ দিনে মৃত ৬ শিশু। প্রাথমিক অনুমান, বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল মিশ্রিত কাশির সিরাপ খেয়েই মৃত্যু। মৃত শিশুদের প্রত্যেকের বয়স পাঁচ বছরের নিচে

শেষবেলায় দুর্যোগ

নবমীতেই ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হয়েছে নিম্নচাপে। আজ পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে। দশমী-একাদশীতে দেখা দিতে পারে প্রবল দুর্যোগ। উত্তরের জেলায় শনিবার পর্যন্ত দুর্যোগ বজায় থাকবে

উৎসবের আবহে ৬ দুষ্কৃতী জেল ভেঙে পালাল বিজেপির ত্রিপুরায়

চেন্নাইয়ে নির্মীয়মাণ আর্চ ভেঙে অসমের ৯ পরিযায়ী শ্রমিক মৃত

বিশেষ ই-সংখ্যা ● ২ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ৮ পাতা ● Special E-edition ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 2 OCTOBER, 2025 ● 8 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নবমী-নিশিতে আরতি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মহানবমীতে কালীঘাটে সন্ধ্যা আরতিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে রাজ্যের মানুষের শুভ কামনায় পুজো দিলেন, অংশ নিলেন আরতিতে। আরতির সময় নিজের হাতে বাজালেন কাঁসর।

নবমী নিশিতে বৃষ্টির মধ্যেই কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে পুজো দেন। মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলেন।

বাংলা দুর্গাপুজো আদতেই মহা আনন্দযজ্ঞের রূপ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। নবমীর সকালেই শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের লেখা ও সুরে ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া 'যদি থাকত একটা ছোট্ট বাগান/ তবে কলি হয়ে রোজ ফুটতাম' গান শেয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের সন্ধ্যাতে সেই রাজ্যবাসীরই মঙ্গল কামনায় দেন কালীঘাট মন্দিরে পুজো। মহানবমীতে কালীঘাটের মন্দিরে সন্ধ্যারতি করলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পুণ্য মুহূর্তে প্রার্থনা জানালেন বাংলার মানুষের জীবনে যেন সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

নবমীর সন্ধ্যায় কালীঘাট মন্দিরে আরতিতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বনাঞ্জলি

বনাঞ্জলির বনবসন্তে
মংপং সুন্দরী
বনটিয়ার রং-এর বাহারে
বনমোর মনমঞ্জরী।
বন অরণ্য আমার পথে
পথ দিশা করে দেয়
সবুজ দিগন্তে নতুন প্রাণ
নতুন জীবন পায়।
বনের পাশেই নদীর জল
চিকমিক করে যায়
তিস্তার পাশে পাথর নুড়ি
কুলু কুলু করে বায়।
মংপং-এর পাশেই ছোট্ট নদী
লিস্ ও ঘিস্
তিস্তার পাশে ঘর বেঁধেছে
এতো প্রকৃতির আশিস।
কেউ বা আসবে, কেউ বা যাবে
কেউ বা দেখবে সৌন্দর্য
দুঃখ দিও না বন অরণ্যকে
সবই প্রকৃতির আশ্চর্য।

বিদায় রজনীতে দুর্যোগ তবু ঢল তিলোত্তমায়

প্রতিবেদন : 'যেও না নবমী নিশি...' বিষাদের এই সুরেই উমাকে বিদায়ের পথে বাঙালি। কারণ পাঁজি বলছে, অদ্যই শেষ রজনী! তাই শারদোৎসবের সবটুকু আনন্দ এ-রাতেই চেটেপুটে নেওয়া চাই। সেই উদ্দেশ্যে মহানবমীর বিদায় রজনীতেও দুর্যোগের ঘনঘটা উপেক্ষা করে জনজোয়ার শহর থেকে জেলার রাজপথে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নবমীর বিকেলেই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়ে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপে। বৃহস্পতিবার, বিজয়া দশমীতে এই নিম্নচাপের জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার, মহানবমীর দুপুর থেকেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে (এরপর ৫ পাতায়)

ত্রিধারা সম্মিলনীতে দর্শনার্থীদের ঢল। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন মণ্ডপ পরিদর্শনে অভিষেক

প্রতিবেদন : মহাষ্টমীর পর নবমীর বৃষ্টি ভেজা বিকেলে কলকাতার একাধিক মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও তাঁর সঙ্গে ছিল কন্যা আজানিয়া। ব্ল্যাক টি-শার্ট আর ব্লু ডেনিমে একেবারে ক্যাজুয়াল লুকে ঘুরে দেখলেন কলকাতার তিনটি মণ্ডপ। এদিন প্রথমেই তিনি যান উত্তর কলকাতার চালতাবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে।

চালতাবাগান সর্বজনীনের এবারের থিম 'আমি বাংলায় বলছি'। বাংলায় কথা বলার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বাঙালিরা যেভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন তারই প্রতিবাদে এখানকার মণ্ডপে বাংলা ভাষার গৌরবকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে গিয়ে গোটা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন অভিষেক। এদিন চালতাবাগানের পুজোমণ্ডপে গিয়ে অভিভূত তৃণমূল সাংসদ। বাংলা ভাষার বিবর্তন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা ভাষা আন্দোলনকে মণ্ডপ তৈরির ভাবনায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার অসীম গুরুত্ব ছিল। সেই অংশকেও শিল্পী মণ্ডপ নির্মাণের ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন। মণ্ডপে রয়েছে বাংলার মনীষীদের ছবি। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ অন্যান্য মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি যান দক্ষিণ (এরপর ৩ পাতায়)

যোধপুর পার্ক, ৯৫ পল্লির মণ্ডপে শিশুদের চকোলেট বিতরণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তারিখ অভিধান

১৮৬৯
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এদিন গুজরাতের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। নাথুরাম গডসের পিস্তল জানিয়ে দিয়েছে, কোনও অস্ত্র যাঁকে ছিন্ন করতে পারে না, গান্ধী ভারতের সেই আত্মা। ভারতের সামাজিক পরিসরের বুননে গান্ধীর উপস্থিতি অমোঘ, বিশেষত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রশ্নে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা যা বলে, তা হল সকল ধর্মকে সমান গুরুত্ব প্রদানের কথা, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজের ধর্ম মেনে চলার সম্পূর্ণ অধিকারের কথা। এটাই গান্ধী-দর্শন। ভারতীয় মনন থেকে গান্ধী মুছে দেওয়ার তিনটি বিকল্প পথ আছে— গান্ধীকে তাঁর যাবতীয় দর্শন থেকে, বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু প্রতীকে রূপান্তরিত করা; গান্ধীকে সম্মানের অযোগ্য প্রতিপন্ন করা; এবং গান্ধীর হিন্দুধর্ম আর সংঘের হিন্দুত্বকে এক ও অভিন্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কোনও কিছু করেই ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীতেও তাঁকে আত্মসাৎ করা যাচ্ছে না, এটাই ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

১৮১৪ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) এদিন জন্ম নেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কাঁচরাপাড়ার ভাটপাড়ায়। তিনি হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন এবং সেই সূত্রে ইয়ং বেঙ্গল দলের কর্মী ও ডিরোজিওর প্রিয় পাত্র ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ছাত্রাবস্থায়ই 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে তিনি 'ভারত পত্রিকা', 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ইত্যাদি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। প্রচলিত সমাজবিধান উপেক্ষা করে দক্ষিণারঞ্জন বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের বিধবা রানিকে বিবাহ করলে কলকাতার সুহৃদজনেরা তাঁকে ত্যাগ করেন।

১৯২৪
তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯) এদিন জন্ম নেন। গত শতাব্দীর পাঁচ-এর দশকে যে সমস্ত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালকের হাতে বাংলা ছবি প্রাণ ফিরে পায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম তপন সিংহ। তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে— 'কাবুলিওয়ালা', 'হাটে বাজারে', 'লৌহকপাট', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'গল্প হলেও সত্যি', 'ঝিন্দের বন্দি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নির্জন সৈকতে', 'অতিথি', 'সাগিনা মাহাতো', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'এখনই', 'অন্তর্ধান', 'বাঞ্ছারামের বাগান' ইত্যাদি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। ২০০৬-এ তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত।

১৯০৪
লালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৯০৪-১৯৬৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিখ্যাত স্লোগান 'জয় জওয়ান, জয় কিষান'। তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯২১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অংশ নেন ১৯৩০-এ লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল— ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি ইত্যাদি। ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' ও 'সাদা বিপ্লব'-এও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মরণোত্তর ভারতরত্ন খেতাব পান। তাঁর স্মৃতিতে দিল্লিতে তৈরি করা হয়েছে 'বিজয় ঘাট'।

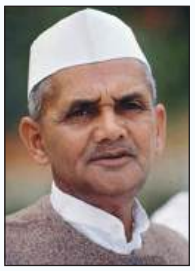

১৮৬৮
এদিন পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের একাংশে জেনারেল পোস্ট অফিস অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়। পূর্বে পুরনো কেল্লার অবস্থান নির্দেশ করে এখানে একটি পিতলের পাত বসানো থাকত। ভারত সরকারের স্থপতি ওয়ালটার বি গ্রেনভিলের নকশা অনুযায়ী ম্যাকিনটশ বার্ন এই ভবনটি নির্মাণ করে। বর্তমানে এখানে একটি ডাক সংগ্রহশালা, ডাকটিকিট সংগ্রহের লাইব্রেরি ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অবলম্বনে নির্মিত একটি 'রানার'-এর ভাস্কর্য আছে।

১৮৮৯
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জীবিতকালেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫৯-এ ভারত সরকার তাঁকে নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয়ের জন্য পদ্মভূষণ দিতে চাইলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। আক্ষেপ ছিল, খেতাবের বদলে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে শেষ জীবনে শান্তি পেতেন।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ যিশু, সঙ্গে অবির ও অন্যরা

■ প্রসেনজিৎ

কর্মসূচি

■ তেমাথানি পল্লিশ্রী ক্লাবের পুজোমণ্ডপে জাগোবাংলা স্টলে সবং পঞ্চায়েত সমিতির মৌসুমী দাস দত্তের হাতে বই তুলে দিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও ক্লাব সভাপতি আবু কালাম বক্স, ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিপুল মাইতি প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৩

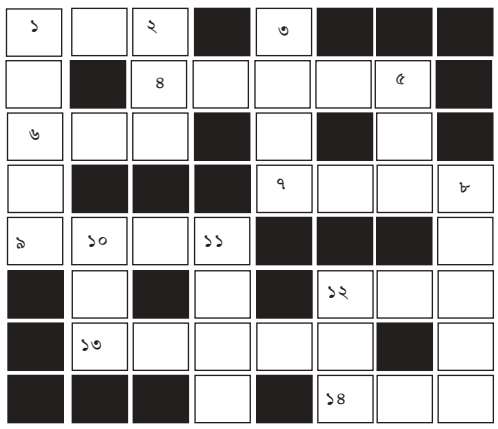

পাশাপাশি : ১. অচৈতন্য ৪. পৃথিবী, ভূমণ্ডল ৬. পুত্র ৭. নিবিড় অন্ধকার ৯. ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ ১২. অগ্রিম ১৩. বলখেলার মাঠ ১৪. রাঙা, লাল।

উপর-নিচ : ১. অবিচার ২. মৃত্যুর দেবতা যম ৩. পদ্ম, কমল ৫.প্রতিজ্ঞা ৮. ভগবতী, দুর্গা ১০. সরকার ১১. ঠকানো, প্রবঞ্চনা ১২. সম্ভ্রান্ত ও ধনী মুসলমান।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১২ : পাশাপাশি : ১. ঘোপঘাপ ৩. অধীশ ৫. লোক ৭. গণেশ ৮.নধর ১০. বিরাজ ১২. মিহির ১৪. দশা ১৭. বাজার ১৮. ইয়াবান। উপর-নিচ:১. ঘোরালো ২. পতগ ৩. অনশন ৪. শনি ৬. কলেরা ৯. ধনদ ১১. জমিদার ১৩. রসুই ১৫. শাসন ১৬. দেবা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ত্রিধারা সম্মিলনীর প্রতিমা

আমারশহর

2 October, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

কালীঘাট মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী

দশমীতে দুর্যোগের আশঙ্কা, আগাম সতর্ক পুরসভা

গঙ্গায় বিসর্জনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মেয়র

প্রতিবেদন : অদ্যই শেষ রজনী... লক্ষ্মীবারে বিজয়া দশমীর বিষাদলগ্নে ফের কৈলাসে পাড়ি দেবেন উমা। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। তার আগে কলকাতায় গঙ্গার ঘাটগুলির প্রস্তুতি এবং নিরঞ্জনের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার, নবমীর বিকেল থেকেই শোভাবাজার, আহিরীটোলা, নিমতলা, বাবুঘাট, বাগবাজার ও বাজে কদমতলা ঘাটে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন মহানাগরিক। ছিলেন পুর-কমিশনার ধবল জৈন, পুরসভার বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিক, পুলিশ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসাররা। সাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রবল দুর্যোগের মধ্যে গঙ্গাবক্ষে কীভাবে নিরঞ্জন পর্ব পরিচালনা হবে, বুধের সন্ধ্যায় তা খতিয়ে দেখেন মেয়র। নিরঞ্জনের পর দূষণ রোধে দ্রুত প্রতিমার কাঠামো জল থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র।

■ বাজে কদমতলা ঘাট পরিদর্শনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও অন্যরা।

আবার দুর্যোগের মোকাবিলা নিয়ে এদিন কলকাতা পুরসভায় বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকেও বসেন মহানাগরিক। বৈঠকের শেষে তিনি জানিয়েছেন, কাল থেকে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হচ্ছে। তার উপর একটা নিম্নচাপও রয়েছে। যদিও সেটা অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার দিকে চলে যাচ্ছে। তবে কলকাতায় একটা বড় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। একসপ্তাহ আগে যে ভারী বৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই আগাম সতর্কতা নিচ্ছি। যেমন পাম্প মোতায়েন, পাম্পিং স্টেশনগুলিকে সক্রিয় রাখা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এ-ব্যাপারে কথা হয়েছে। কোনও এলাকায় জল বেরতে সমস্যা হলে, সাকশান পাম্প ব্যবহার করা হবে। অনেক জায়গায় পুজো-কমিটিরা অস্থায়ী কানেকশন নিয়েছে সিইএসসি-র থেকে। খুব ভারী বৃষ্টি হলে সেই কমিটিগুলোর দায়িত্ব হবে সিইএসসি-র সঙ্গে কথা বলে লাইনগুলো বন্ধ করা। শহরে যেসব বাড়িতে টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে, বৃষ্টিতে সেসব বন্ধ রাখার পরামর্শ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের।

দুর্গা-দর্শনে অভিষেক

অপেক্ষা ৩৮১ দিনের, আগামী বছর পুজো শুরু ১৭ অক্টোবর

প্রতিবেদন : নবমী তিথি পোহাল। সমাগত বিজয়া দশমী। আনন্দের মাঝেও আকাশে-বাতাসে বিষাদের সুর। আবারও এক বছরের প্রতীক্ষা। উমা আসবেন আপন ঘরে। নবমী নিশি না পোহাতেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন।

অপেক্ষা আরও ৩৮১ দিনের। সারা বছর হাজারো ঝুঁকি, দুঃখ, আনন্দ সব নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু। পাঁচ দিনের উজ্জ্বল মুহূর্তকে সাক্ষী রেখেই আগামী বছরের পুজোর নির্ঘণ্ট প্রকাশ হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোর নবমীর রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার দশমী তিথিতে অবসান এবারের শারদোৎসবের। কিন্তু সেই শেষ থেকেই হয়েছে শুরুর সম্ভাবনা। বাংলা ১৪৩৩ সাল, ইংরেজির ২০২৬ সালের দুর্গাপুজো শুরু ১৭ অক্টোবর। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট অনুসারে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে (১৪৩৩ বঙ্গাব্দ) মহালয়া তিথি পড়েছে ১০ অক্টোবর, শনিবার। মহাষষ্ঠী ১৭ অক্টোবর, শনিবার। সেইমতো মহাসপ্তমী ১৮ অক্টোবর রবিবার, মহাষ্টমী ১৯ অক্টোবর সোমবার, মহানবমী ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার এবং বিজয়া দশমী ২১ অক্টোবর বুধবার। অপেক্ষা এক বছরেরও বেশি।

তিন মণ্ডপ পরিদর্শনে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

কলকাতার যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লির দুর্গাপুজো পরিদর্শনে। এবছর তাদের থিম ‘হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন’। নদীমাতৃক বঙ্গদেশ মণি-মুক্তোর খনি। সেই ভাবনাকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে গিয়েও পুরো মণ্ডপ ঘুরে দেখেন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, কাউন্সিলর মৌসুমি দাস, দক্ষিণের যুব সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে। সেখানে মায়ের পায়ে ফুল নিবেদন করেন। এরপর মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের সঙ্গে ছবি তোলেন। তাদের হাতে লজেন্স তুলে দেন সাংসদ। উপস্থিত দর্শনার্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন। মণ্ডপে মেয়েরা বর্ণপরিচয়ের অ আ ক খ বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সবশেষে চলে যান দক্ষিণ কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনীর দুর্গোৎসব দেখতে। এবার তাদের থিম ‘চলো ফিরি’। শিকড়ে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে। দেবাশিস কুমারের তত্ত্বাবধানে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গোটা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন তিনি। এদিন অভিষেক এক্স হ্যান্ডেলে নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, মহানবমীর পুণ্যলগ্নে আমি পরিদর্শন করলাম চালতাবাগান, যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি এবং ত্রিধারা সম্মিলনীর দুর্গাপুজো। প্রতিটি জায়গায় মানুষের অফুরান উচ্ছ্বাস, আলোর রোশনাই, সুর-সঙ্গীত এবং শিল্পের অপূর্ব মেলবন্ধন দেখতে পেলাম। ভক্তি আর উৎসবের মিলনে প্রতিটি মণ্ডপ যেন এক-একটি জীবন্ত কাব্য। এই অনবদ্য সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন আমাদের প্রতিভাবান কারিগর, শিল্পী ও উদ্যোক্তারা, যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সারা বছরের অপেক্ষাকে সার্থক করে তুলেছে। তাঁদের সৃজনশীলতা আর পরিশ্রমই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেইসঙ্গে মহানবমীর এই পুণ্যক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, মা দুর্গার আশীর্বাদে বাংলার প্রতিটি ঘরে আসুক শান্তি, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধি। আনন্দ, ভক্তি ও একতার এই উৎসব ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার প্রতিটি প্রান্তে।

জয় মা দুর্গা। জয় বাংলা।

সম্পাদকীয়

2 October, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দশমীর শপথ

আজ বিজয়া দশমী। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের শেষের দিন। বিসর্জনের পর কোলাকুলি। কাছে টেনে নেওয়া। দুর্গাপুজোর ইতি হয় বিজয়া দশমীর মধ্যে দিয়ে। দশমীর মধ্যে অনেক মন খারাপ, কষ্ট, আবেগ লুকিয়ে রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে বাপের বাড়ি ছেড়ে কৈলাসে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন দেবী দুর্গা। দশমী মানেই সিঁদুর খেলা, মিষ্টিমুখ। সেই কারণেই এই তিথি বিজয়া দশমী। বাংলাতে বিজয়া দশমী মানে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের মিলন ক্ষেত্র। আবেগে বুকে টেনে নেওয়া। এ এমন এক মিলনক্ষেত্র যা একমাত্র বাংলাতেই দেখা যায়। মহামিলনের যে ক্ষেত্র তৈরি হয় বাংলায়, তা দেশে ব্যতিক্রমী। দেশ জুড়ে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষে-মানুষে বিভেদের বেড়াজাল তুলে দিয়ে মানুষের ঐক্যকে নষ্ট করতে চাইছে, তখন সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বাংলার সরকার সম্প্রীতি-ঐক্যের উদাহরণ। দিল্লির দোসররা বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টায় কসুর করতে ছাড়ছে না। কিন্তু বাংলার মানুষ বারবার তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে। এই বিজয়া দশমীতে আসুন আমরা শপথ নিই, বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, ঐক্যের বাতাবরণ অটুট রাখব।

e-mail থেকে চিঠি

অদ্য বিজয়া দশমী

বিজয়া দশমী উপলক্ষে সনাতনী ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী মানুষজন আজকের দিনে একতার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপনিষদে আছে 'মাতৃদেব ভব'। অর্থাৎ নারীই পরিবারের অভিভাবক। মাতৃজাতি তথা নারী জাতিকে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যখনই সংসারে কোনও সমস্যা আসে, নারী তার সকল শক্তি দিয়ে রক্ষা করে। মানবিকতা, ন্যায় বিচার, ভালবাসা, সেবা দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে। মা দুর্গার পুজোতে নারী জাতিও উদ্বুদ্ধ হয়। মা যেমন পরিবারকে সঙ্গে আনেন এবং শত্রু বিনাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তারাও তেমনই তাদের পরিবারকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। নবগ্রহের যেমন নয়টি গ্রহ– যথা রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ঠিক একই ভাবে মানুষের শরীরেও নবদ্বার আছে। যেমন দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ছিদ্র, মুখ, মলদ্বার, প্রস্রাব দ্বার। এই নবদ্বার যদি ঠিকঠাক চলে, তবেই মানুষ সুস্থ থাকবে। শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর বাহ্যিক আড়ম্বরই নয়, মনের অন্তর থেকে দেবীকে পুজো করে প্রতিটা গ্রহের প্রভাবে যেন ঠিকভাবে শরীর চালিত হয়, সেই প্রার্থনা করা। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায় নবরাত্রিতে রামের পুজো হয়। রামায়ণকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, নাটক চলতে থাকে ন'দিন। অবশেষে দশেরার দিন রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালানো হয়। সমস্ত ধ্বংসকারীর বিনাশ স্বরূপ এই পুত্তলিকা জ্বালানো হয়। বাংলা, অসম, ওড়িশায় দুর্গা আসেন সপরিবারে। দশমীর দিন তিনি বিদায় নেন। আর মর্ত্যবাসী বলে, আবার এসো মা। যেকোনও ধর্মীয় উৎসবের আসল উদ্দেশ্য হল মানুষে-মানুষে ভালবাসা বাড়ানো, যোগাযোগ বাড়ানো। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোতেও তাই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। ভালবাসার এই ছড়িয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ত বিজয়া দশমীর দিনে। এদিন প্রতিমা নিরঞ্জনের পর থেকেই প্রণাম, কোলাকুলি এবং মিষ্টিমুখের পর্ব শুরু হয়ে যেত। আগে, প্রণাম এবং আশীর্বাদ পাঠাতেন দূরে থাকা আত্মীয়বন্ধুদের উদ্দেশে। আর এই চিঠিটি লেখা হত, পুজোর ঠিক আগে পোস্ট অফিস থেকে গোছা করে কিনে আনা হলদেটে পোস্টকার্ড বা ফিকে নীলরঙা ইনল্যান্ড লেটারে। একাদশীর দিন সাতসকালে, হয় পোস্ট অফিসে গিয়ে আর তা নইলে পাড়ার গোমড়ামুখো লালরঙা ডাকবাক্সে এই চিঠিটি ফেলে আসতে হত। এখন, না আছে সেই বিজয়ার চিঠি, না আছে পিওনদাদাদের সেই পুজোর বকশিস।

— জয়ন্ত চক্রবর্তী, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৪

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওরা গান্ধীকে মেরেছে, কিন্তু গান্ধীর আদর্শ আজও জীবন্ত

অদ্ভুত সমাপতন। আজ মহাত্মার জন্মদিবস। আজকেই আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাদিবস। ১০০ বছর ধরে চেষ্টা চলছে গান্ধীর আদর্শকে খতম করার। পারল কই? বিশ্লেষণে ড. অর্ণব সাহা

'Death for me would be a glorious deliverance rather than that I should be a helpless witness of the destruction of India, Hinduism, Sikhism and Islam'. [Gandhi-Neheru Correspondence: A Selection, pp. 239]

নেহরুকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন গান্ধী, ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি। এর ঠিক সতেরো দিন পরে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ নাথুরাম গডসে ও তার সঙ্গীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে জাতির পিতা গান্ধীকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নাথুরাম গডসের হাতে মহাত্মা গান্ধীর এই হত্যা কেবল এক উগ্র রাজনৈতিক কর্মীর দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় জননেতার হত্যাই নয়। এটা ছিল বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতীয় রাজনীতিতে উদার, অহিংস, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক মানবতাবাদের সঙ্গে অন্ধ, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বের এক পরিণাম। এই লড়াইয়ের একদিকে ছিল জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের অসাম্প্রদায়িক জনগণ, অন্যদিকে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার মতো কট্টর সাম্প্রদায়িক সংগঠন, যারা বিশ্বাস করত হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বে, যারা প্রায় পাঁচহাজার বছর ধরে চলে আসা ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলিত সহাবস্থানের ঐতিহ্যকে স্বীকারই করেনি কোনওদিন। ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা হয় ডাঃ কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের হাত ধরে। ঘটনাচক্রে এবছর বিজয়া দশমী পড়েছে ২ অক্টোবর। যেটি মহাত্মা গান্ধীরও জন্মদিন। এই সমাপতনের দিনটিতে আরেকবার মনে করা দরকার, একশো বছরে পা রেখে আরএসএস আজও তাদের বিভাজনের রাজনীতিকে সরকারি ক্ষমতার আনুকূল্যে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু শারীরিক মৃত্যুর প্রায় আটদশক পেরিয়ে আজও গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদের রাজনীতি পরাস্ত তো হয়ইনি, উল্টে প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হচ্ছে ভারতের মতো একটি বহুজাতিক, বহুভাষিক দেশে গান্ধীজির মতাদর্শই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং দেশের সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে কোনও বিকল্প নেই।

নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে-প্রতিষ্ঠিত 'অগ্রণী' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত সেই কার্টুনটি আজ সমাজমাধ্যমের কল্যাণে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। যেখানে গান্ধীকে তুলনা করা হয়েছে দশমুণ্ডওয়ালা রাবণের সঙ্গে। সেই দশটি মাথার একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, একটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, একটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, একটি রাজাগোপালাচারি, একটি আচার্য কৃপালনী—এরকম গান্ধী সমেত তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের শীর্ষ দশজনের মুখ। উল্টোদিকে সেই রাবণ-রূপী গান্ধীকে বাণ মারছেন দামোদর বিনায়ক সাভারকর এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এই কার্টুনটি অত্যন্ত গভীর প্রতীকী তাৎপর্যবাহী। দেশপ্রেমিক, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দশজন পুরোধাপুরুষকে অশুভ শক্তি হিসেবে হত্যা করতে উদ্যত হিন্দু মহাসভার দুই নেতা সাভারকর এবং শ্যামাপ্রসাদ। এঁরা দু'জনেই

■ গান্ধী হত্যাকারী গডসে আর নারায়ণ আপ্তে প্রতিষ্ঠিত ' অগ্রণী ' পত্রিকায় ১৯৪৫ এ প্রকাশিত হয়েছিল এই ব্যঙ্গ চিত্র। গান্ধী ৮০ বছর আগেই ওদের নিশানায় ছিলেন

ছিলেন আরএসএস-এর সঙ্গেও অত্যন্ত গভীর সম্পর্কে জড়িত। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়ে গেছে যে দুটি উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠন—আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভা, তারা সেইসময় থেকেই জানত তাদের প্রধান শত্রু কারা। এবং এই প্রধান শত্রুদের শিরোমণি আর কেউ নন, স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এটাও আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারির আগেও গান্ধীকে হত্যার পাঁচবার চেষ্টা চালায় সংগঠনটি। গোটা জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্রিটিশের দালাল এই দুই উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন কেন গান্ধীকেই তাদের প্রধানতম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে বুঝতে হবে গান্ধীর আজীবনের রাজনৈতিক-সামাজিক আদর্শকে। যে আদর্শ পরিপূর্ণভাবে গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও লিঙ্গসাম্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আরএসএস-এর চরম রক্ষণশীল ও ঘৃণার মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। গান্ধী জাতপাতের বিভেদের অবসান চেয়েছেন, চেয়েছেন জনজীবনের সমস্ত সমস্যার গণতান্ত্রিক, যুক্তিসাপেক্ষ সমাধান। বিশেষত নাগরিক অধিকার নিয়ে তাঁর যে বিপুল ধ্যানধারণা তিনি লিখে গেছেন, তা আজকের ভারতে আরএসএস-বিজেপির কর্তৃত্ববাদী ও দমনমূলক শাসননীতির সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। গান্ধীজি বলতেন, সাম্প্রদায়িকতা জিনিসটা কেবল জাতীয়তাবাদবিরোধীই নয়, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে এটি হিন্দুবিরোধী এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ মুসলমানবিরোধী। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে তিনি বলেছিলেন—"মুসলিমরা যদি হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাহলে তারা ইসলামের কোনও উপকার তো করবেই না বরং তারা ইসলামকেই ধ্বংস করবে। আবার হিন্দুরা যদি ভাবে তারা মুসলিমদের ধ্বংস করতে সক্ষম হবে, তাহলে তারা হিন্দু ধর্মকেই ধ্বংস করবে"। ('হরিজন পত্রিকা', ১৩ মার্চ, ১৯৪৭, গান্ধী রচনাবলি, খণ্ড ৮৭, পৃ. ৪৫) গান্ধীর এই বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতাই স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি, যা আজ এনআরসি-সিএএ আইনের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি। গান্ধীজিকেই লক্ষ্য করে এম এস গোলওয়ালকর লিখেছিলেন—"যাঁরা একথা ঘোষণা করেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া স্বরাজ চাই না, তাঁরা আমাদের সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন... গান্ধীজির মতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গঠন করার সবচেয়ে সোজা পথ হল হিন্দুদের মুসলিম বনে যাওয়া" (বাঞ্চ অফ থটস, পৃ.১৫১-১৫২, ১৯৬৬ সংস্করণ)।

আজকের ভারতে গান্ধীর হত্যাকারীরা ক্ষমতায় আসীন। দেশে হিংস্র সাম্প্রদায়িক বিভাজন, জাতিসংঘর্ষ, নারীবিদ্বেষী একের পর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভয়ের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৮ বছর পেরিয়েও আজও যে শতবর্ষ-স্পর্শ করা সংঘ তাদের কাঙ্ক্ষিত ফ্যাসিস্ট 'হিন্দুরাষ্ট্র' গড়ে তুলতে পারেনি, বরং মণিপুর থেকে লাদাখ, উত্তরপ্রদেশ থেকে অসাম, দিল্লি থেকে পাটনা একের পর এক গণ-আন্দোলনের ঢেউ স্বৈরাচারী মোদি-শাহের ঘুম কাড়তে চলেছে, তার নেপথ্যে আসলে রয়েছেন সেই কৌপীনধারী অর্ধনগ্ন ফকির, ঘাতকের বুলেট যাঁর প্রাণ কেড়েছিল।

হারবে আরএসএস-বিজেপি। শেষ অবধি জিতবেন গান্ধী। জিতবে গণতান্ত্রিক ভারত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটি এবার ৭৯ বছরে পা দিল। এই পুজো শুরু করেছিলেন টমাস জন বাটা।
ওড়িশার ধবলগিরির আদলে তৈরি মণ্ডপ

মহানবমীতে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ

■ সোনারপুর ও গড়িয়া এলাকার পুজো পরিক্রমায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ।

■ বাগনানে জাগোবাংলা-র স্টলে হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক রাজা সেন-সহ অন্যরা।

■ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে লরি ও চেসিস ইউনিয়নের শ্রমিকদের মাসিক বেতন দেওয়া হল।

■ বনগাঁ পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের সবুজ সংঘের হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের মিলিত পুজো। উপস্থিত পুরপ্রধান গোপাল শেঠ-সহ অন্যরা।

■ বসিরহাট মহকুমা শাসকের দফতরের সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের উদ্যোগে পথচলা শুরু করল ঐকতান সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসব।

■ বসিরহাট উত্তর বিধানসভার নেহালপুর ঘোষপাড়ায় পুজো উপহার তুলে দিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আবদুল্লা।

■ বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর বাড়ির মাতৃ প্রতিমা।

■ বাগনান বারোয়ারিতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের এই বছরের প্রতিমা।

■ মালদহের ইংরেজবাজার শহরের ইউনাইটেড ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির দুর্গা প্রতিমা।

বিদায় রজনীতে দুর্যোগ

(প্রথম পাতার পর)

খানিক 'ট্রেলার' দর্শন হয়েছে। যদিও বৃষ্টি-দানবকে উপেক্ষা করে নবমীর রাতেও কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের পুজো প্যান্ডেলগুলি জনস্রোতে ভেসেছে। লিস্ট মিলিয়ে বাকি থেকে যাওয়া পুজোগুলি শেষ মুহূর্তে দেখে নেওয়া আর কী!

একের পর এক নিম্নচাপের ভ্রুকুটিতে এবছর সারা পুজো জুড়েই বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছিল আলিপুরের হাওয়া অফিস। মহানবমীর বিদায়বেলায় সাগরে তৈরি হয়েছে আরও এক গভীর নিম্নচাপ। শুক্রবার, অর্থাৎ একাদশীর ভোররাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী নিম্নচাপটি দক্ষিণ ওড়িশার গোপালপুর থেকে পারাদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থলভাগে প্রবেশ করবে। আর তার জেরে দশমী ও একাদশীতে ভাসতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণের কিছু জেলা। দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে। জারি হয়েছে কড়া সতর্কতাও। কিন্তু দুর্গোৎসবের বিদায়বেলায় দুর্যোগের শঙ্কা উড়িয়ে মহানবমীতেও জনতার ঢল নেমেছে শহরের অলি-গলি, রাজপথে। দুপুর থেকেই কলকাতার-সহ জেলার নামকরা প্যান্ডেলগুলিতে জনজোয়ার ভাসল। ভিড় জমল নামী রেস্তোরাঁগুলিতেও। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি চলল দেদার পেটপুজোও। শেষ মুহূর্তেও চারিদিকে উৎসবের আবহে মাতোয়ারা বাঙালি। শহর থেকে শহরতলি, মফস্বল থেকে গ্রামগঞ্জ, মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের অনাবিল আনন্দ। ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই। বাঙালি শুধুই ছুটে চলেছে এই মণ্ডপ থেকে ওই মণ্ডপ। শারদোৎসবের সবটুকু আনন্দ চেটেপুটে নেওয়াটাই এখন মূল উদ্দেশ্য!

■ টাকির জমিদার বাড়ির পুজো।

■ ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের কুলিয়ানা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপ।

■ উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘ পুজো কমিটির মাতৃ প্রতিমা।

■ আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া)-এর দুর্গা প্রতিমা।

আমার বাংলা
2 October, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেশপুরের পুজোমণ্ডপে জাগোবাংলার স্টল

সংবাদদাতা, কেশপুর: কেশপুর বাসস্ট্যান্ডে সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পূজামণ্ডপের সামনে উদ্বোধন হল জাগোবাংলা বুক স্টল। শারদোৎসব উপলক্ষে এটির উদ্বোধন করেন কেশপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই ছাড়াও তৃণমূল নেতৃত্ব। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বই যেমন দুয়ারে সরকার প্রকল্প, আপনার সরকার আপনার পাশে ইত্যাদি বিভিন্ন বই এই স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

■ নিজের গ্রামের বাড়িতে বুধবার নবমীর পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল।

■ পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে প্লাস্টিকের বোতল, ক্যারিব্যাগ, খাদ্যসামগ্রীর প্লাস্টিক প্যাকেট, কৌটো-সহ বিভিন্ন বাতিল জিনিসে পুজোমণ্ডপ গড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে রায়গঞ্জের সমাজসেবক সংঘ।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একে অপরকে টেক্কা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এবার দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে দুর্গাপুরের পুজো মণ্ডপগুলি। মণ্ডপসজ্জায় বাংলার ঐতিহ্য, শিল্পকলা থেকে হস্ত ও কুটিরশিল্পের নিদর্শনও মিলছে। মণ্ডপের উচ্চতা ৬০ থেকে ১৫০ ফুটে পৌঁছেছে। দুই মেদিনীপুর-সহ নদিয়ার মণ্ডপশিল্পীরা মণ্ডপ গড়েছেন। প্রতিমাতেও আছে চমক। কৃষ্ণনগরের আলোয় সেজেছে গোটা শিল্পাঞ্চল। মার্কনি দক্ষিণ পল্লির থিম থাইল্যান্ডের স্যাংচুয়ারি অফ ট্রুথ মিউজিয়াম। অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের থিম থাইল্যান্ডেরই বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির ওয়াট অরুণ। দুর্গাপুর নবারুণ ক্লাবের থিম যক্ষপুরী। বেনাচিতি প্রভাত সঙ্ঘের থিম রাজস্থানের জয়সলমেরের অমরসাগর জৈনমন্দির। ঊর্বশী সর্বজনীন বানিয়েছে এক টুকরো পাঞ্জাব। সিটি সেন্টারের চতুরঙ্গর থিম সোনার বাংলা। সেক্টর টু-সি পুজোর থিম বাংলায় এল মা। টেরাকোটার কারুকাজ, পোড়ামাটির পুতুল, ঝুড়ি, কুলো, মাদুর ইত্যাদি বাংলার হস্তশিল্পে আকর্ষণীয় মণ্ডপ। শিল্পাঞ্চলে নজর কেড়েছে শংকরপুর পূজা কমিটির দিঘার জগন্নাথধাম। যেখানে রোজ ইসকনের পুরোহিতদের সন্ধ্যারতি চলছে।

মালে হড়পা বান • পরিস্থিতি দেখতে মন্ত্রী, ডিএম সতর্ক প্রশাসন • দক্ষিণেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

উত্তরের জেলায় নবমীর অসুর বৃষ্টি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি : সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। নবমীর দুপুরে শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির ফলে সেবকে ধস নামে, আটকে পড়ে যানবাহন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পঙেও ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের শক্তি বাড়ায় আজ, দশমী ও একাদশীতে দক্ষিণবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। নিষিদ্ধ হয়েছে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়া। এদিকে মালবাজারে আবারও হড়পা বান হওয়ায় প্রশাসনের তরফে কড়া সতর্কতা জারি করে নেওয়া হল বিশেষ ব্যবস্থা। বুধবার মাল নদীতে ফের হড়পা বান দেখা দেয়। ২০২২ সালের দশমীর প্রতিমা বিসর্জনের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি ফের মনে করিয়ে দিল এই ঘটনা। তবে বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে প্রশাসনের তৎপরতায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শমা পারভিন, পুলিশ সুপার খন্ডবহালে উমেশ গণপত, মালবাজারের মহকুমা শাসক ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তারা। মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা বিসর্জনের ঘাট পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী বুলু চিক বলেন, সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরাপদে সম্পন্ন হয়। মাল নদী বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তাই মানুষকে অনুরোধ, সবাই প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলুন। প্রয়োজনে বিকল্প ঘাটে বিসর্জনের ব্যবস্থা হবে। মালবাজারের পুরপ্রধান উৎপল ভাদুড়ি জানান, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বিসর্জনের ঘাট তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে হড়পা বান নামায় কাঠামো ভেসে যায়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক না হলে প্রয়োজনে বিসর্জনের দিন পিছিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে পাহাড়ি জলের চাপে শুধু মাল নয়, ডুয়ার্সের প্রায় সব কটি নদীই ফুলেফেঁপে উঠেছে। মালবাজার, ওদলাবাড়ি, চালসা, মেটেলি ও চা-বাগান সংলগ্ন এলাকার নদীগুলিতে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষে নদীর ধারে না যাওয়ার কড়া সতর্কতা জারি হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জেলাশাসক শমা পারভিন বলেন, মানুষের জীবন সবার আগে। প্রয়োজনে আশ্রয় শিবির খোলা হবে। দুর্গোৎসবের আনন্দে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন সর্বক্ষণ নজরদারি চালাচ্ছে।

■ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন বিসর্জন ঘাট

পুজো পরিক্রমা ও জনসংযোগে তৃণমূল নেতৃত্ব

মালদহ শহর

সংবাদদাতা, মালদহ : উৎসবমুখর পরিবেশে দিনভর মালদহ শহরের পুজোমণ্ডপগুলি ঘুরে দেখলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার মণ্ডপ পরিক্রমায় নেতৃত্ব দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। ছিলেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান চৈতালি সরকার, সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা সভানেত্রী প্রতিভা সিং, যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুল করিম বক্সি, সুমালা আগরওয়াল, শহর সভাপতি শুভদীপ সান্যাল-সহ একাধিক নেতৃত্ব। শহরের প্রতিটি মণ্ডপে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তাঁরা। আবদুর রহিম বক্সি বলেন, দুর্গোৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই। মালদহ আজ সেই ঐক্যেরই ছবি তুলে ধরল। পুজো পরিক্রমায় রাজনীতি নয়, ছিল মিলন আর উৎসবের রঙ।

■ মালদহে পুজো মণ্ডপে আবদুল রহিম বক্সি, চৈতালি সরকার, প্রতিভা সিং, প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

প্রয়াত বনমালী শ্রদ্ধা মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি বনমালী রায় বুধবার সকালে ধূপগুড়ির গাদং গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান নেতা। বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫। স্থানীয় মানুষ, শুভানুধ্যায়ী, রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমান তাঁর বাড়ি। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক ও বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

■ বনমালী রায়

উৎসবে শোক আবহ

কফিনে গ্রামে ফিরলেন আকাশ

সংবাদদাতা, মালদহ : পুজোর আনন্দে মেতেছিল মালদহের তুড়িপাড়া গ্রাম। সেই আনন্দই মুহূর্তে পরিণত হল শোকে। হায়দরাবাদ থেকে কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন রাঙামাটিয়া তুড়িপাড়ার পরিযায়ী শ্রমিক আকাশ মণ্ডল (২০)। মাস দুয়েক আগে সেকেন্দ্রাবাদে টাওয়ার নির্মাণের কাজে যোগ দেন তিনি। রবিবার কাজের সময় আচমকা টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তরতাজা এই যুবকের। বুধবার মহানবমীতে তাঁর কফিন যখন গ্রামে পৌঁছল শোকের আবহ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। গ্রামের উৎসবমুখর পরিবেশ মুহূর্তে থমকে যায় কান্নার শব্দে। পুজোয় যাঁর ফেরার কথা ছিল হাসিমুখে, ফিরল তাঁর নিথর দেহ। উৎসবের মাঝে মৃত্যু ছায়া ফেলল তুড়িপাড়ায়।

জেলের জালে ওঠা কষ্টিপাথরের দুর্গার প্রতিষ্ঠা করেন রানি ভবানী

তেহট্ট দোগাছির রাজবল্লভী পুজো

প্রতিবেদন: প্রত্যন্ত এক গ্রাম তেহট্টের থানারপাড়া দোগাছি। এখানকার কষ্টিপাথরের মা দুর্গা ৫০০ বছরেরও বেশি পূজিত হয়ে আসছেন। মূর্তি ঘিরে রয়েছে প্রচলিত সত্যি কাহিনি। জানা যায়, দোগাছির পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে বহমান নদীতে মাছ ধরার সময় ধীবর রাজবল্লভ দাসের জালে দুটি কষ্টিপাথরের মূর্তি উঠে আসে। তার একটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর, অপরটি বিষ্ণুমূর্তি। দেবীর স্বপ্নাদেশে রাজবল্লভ সেই দুটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানি ভবানী এলাকার মানুষের কাছে এই কষ্টিপাথরের মূর্তির কথা জানামাত্র তথ্য যাচাই করে গ্রামে মন্দির গড়ে মূর্তি দুটির প্রতিষ্ঠা করেন রানি। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধাঁচে ছোট ছোট বাংলা ইট দিয়ে দৃষ্টিনন্দন টেরাকোটা মন্দির তৈরি করান তিনি। দুর্গাপুজো এবং বছরভর অন্যান্য পুজো উপলক্ষে রাজকোষ থেকে টাকা পাঠাতেন রানি। মন্দিরের সংস্কার ও নানাবিধ খরচ চালানোর জন্যে ১০০ বিঘা জমিও দান করেন। আগে পুজো ঘিরে বিশাল মেলা হত। দূরদূরান্তের বহু মানুষ আসতেন দেবীদর্শনে। মায়ের মহিমা লোকমুখে আজও প্রচলিত। মূর্তি উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজবল্লভী পুজো নামেও খ্যাত এখানকার পুজো। বাংলা ১৩০৪ সনে প্রবল ভূমিকম্পে মূল মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে স্থানীয়রা একটি ঘরে মূর্তি দুটিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির ভেঙে যাওয়ায় বাংলা ১৪২১ সনে এলাকার মানুষের অর্থে নতুন করে মন্দির গড়ে নতুন উদ্যমে শুরু হয় পুজো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে হামলা। মূর্তির নিচে আপত্তিকর মন্তব্য। এই ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' বলে মন্তব্য করে বিবৃতি দিল ব্রিটেনের ভারতীয় দূতাবাস। এই হামলা মহাত্মার অহিংস ভাবাদর্শের উপর আঘাত বলে উল্লেখ করেছে ভারতীয় দূতাবাস

দেশ বিদেশ

আমেরিকায় শুরু শাটডাউন

মার্কিন সেনেটে বিল পাশ হয়নি, অচল প্রশাসন

ওয়াশিংটন : এবার আমেরিকায় শুরু হল শাটডাউন। এর ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল হয়ে যেতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। মার্কিন সেনেটে মঙ্গলবার প্রশাসনের তহবিল সংক্রান্ত বিল অনুমোদিত হয়নি। কারণ শাসক রিপাবলিকান এবং বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এই বিল নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। সেনেটের অনুমোদন না মেলায় বুধবার থেকেই সরকারি কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে। হোয়াইট হাউস আনুষ্ঠানিকভাবে আসন্ন 'শাটডাউন' ঘোষণা করেছে। এর ফলে বিমানযাত্রা থেকে শুরু করে গবেষণা, বিনিয়োগের মতো বহু ক্ষেত্রে কোপ পড়বে। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাগুলি সচল থাকবে। এর আগে আমেরিকার 'শাটডাউন' হয়েছিল ছ'বছর আগে। সেটাও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম দফায়। ফের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফায় শাটডাউনের মুখে আমেরিকা!

১ অক্টোবর থেকে আমেরিকায় অর্থবর্ষ শুরু হয়। তা চলে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মঙ্গলবারই ছিল চলতি অর্থবর্ষের শেষদিন। মার্কিন

সরকারের বরাদ্দ তহবিলের মেয়াদ এদিন শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নতুন বিলের জন্য একমত হতে পারেননি সেনেটের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। শেষ মুহূর্তে রিপাবলিকানরা একটি সাময়িক তহবিল বিল পাশ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেনেট তাতে অনুমোদন দেয়নি। ওই বিল স্বাক্ষরের জন্য যে পরিমাণ ভোটের প্রয়োজন হয়, তাও মেলেনি। ডেমোক্র্যাটরা সাময়িক তহবিলে অনুমোদন দেননি বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর। মার্কিন সেনেটে মোট সদস্য সংখ্যা ১০০। সরকারি তহবিল সংক্রান্ত বিল পাশ করাতে হলে বিলের পক্ষে অন্তত ৬০টি ভোট প্রয়োজন হয়। এদিকে সেনেটে রিপাবলিকানদের সংখ্যা ৫৩। ফলে মতৈক্য না হলে এককভাবে তাঁদের পক্ষে বিল পাশ করানো অসম্ভব।

আমেরিকায় শাটডাউন হয় তখনই, যখন অর্থের অভাবে সরকার তার কাজ চালাতে পারছে না এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। তহবিল বিল পাশ না হওয়ায় কোনও প্রকল্পের জন্য বা কর্মীদের বেতন দেওয়ার মতো অর্থও এখন সরকারের তহবিলে নেই। মার্কিন সরকারে এই 'শাটডাউন' শুরু হয়ে যাচ্ছে বুধবার থেকে। এর ফলে সরকারের যে সমস্ত বিভাগের কাজ জরুরি পরিষেবার তালিকায় পড়ে না, সেই বিভাগগুলি এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার হাজার সরকারি কর্মীর বেতন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। সামাজিক উন্নয়নমূলক, নিরাপত্তাজনিত প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখতে হবে। 'শাটডাউন' শেষ না-হওয়া পর্যন্ত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও বেতন পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরির ফলে আমেরিকার সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে পড়তে চলেছেন। ২০১৮ সালে ট্রাম্পের প্রথম দফায় মার্কিন প্রশাসন ৩৫ দিনের জন্য অচল হয়ে যায়। আমেরিকার ইতিহাসে যা সবচেয়ে বড় 'শাটডাউন' বলে পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাটদের দুষেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এমনকী তিনি গণছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে বেছে বেছে ডেমোক্র্যাটদের ছাঁটাই করা হবে বলে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

স্ট্যান্ডিং কমিটি ঘোষণা

নয়াদিল্লি: ২০২৫-২৬ সালের স্ট্যান্ডিং কমিটি ঘোষণা হল বুধবার। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন বিদেশ দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এবং রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন স্বরাষ্ট্র দফতরের কমিটিতে। এছাড়া বিভিন্ন দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তৃণমূলের যেসব সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, সৌগত রায়, সাজদা আহমেদ, মালা রায়, খলিলুর রহমান, মহুয়া মৈত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক অধিকারী, জুন মালিয়া, শর্মিলা সরকার, মৌসম বেনজির নূর, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ, সুখেন্দুশেখর রায়, পার্থ ভৌমিক, প্রতিমা মণ্ডল, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, বাপি হালদার, সুস্মিতা দেব, সাকেত গোখেল, শত্রুঘ্ন সিনহা, মিতালি বাগ, মমতাবালা ঠাকুর প্রমুখ। এছাড়া রাজ্যসভার সদস্য দোলা সেন হয়েছেন কমার্স কমিটির চেয়ারপার্সন এবং লোকসভার সদস্য কীর্তি আজাদ কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্টিলাইজার কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন। জন বিশ্বাস সংশোধনী বিলের সিলেক্ট কমিটিতে আছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটিতে মহুয়া মৈত্র। এদিকে তৃণমূলের চালে জেপিসি গঠনে ব্যর্থ কেন্দ্র।

দিল্লির শালিমারবাগ দুর্গাপুজো সমিতির প্রতিমা।

বাংলাদেশের নাটোরে মুগডালের দুর্গাপ্রতিমা।

ওষুধে ট্রাম্পের ১০০% শুল্কনীতি

পাল্টা পদক্ষেপে বার্তা বেজিংয়ের

নয়াদিল্লি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওষুধ-নীতিতে চাপে পড়েছে ভারত। আমেরিকায় আমদানি হওয়া ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এতে চরম বেকায়দায় পড়েছেন ভারতের ওষুধ রফতানিকারকরা। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক আরও মসৃণ করার বার্তা দিল বেজিং। ভারতীয় ওষুধে শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করল শি জিনপিং সরকার। ট্রাম্পের শুল্কনীতির পাল্টা চিনের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। বেজিংয়ের সিদ্ধান্তে চিনে ভারতীয় ওষুধের রফতানি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকায় রফতানি হওয়া ভারতীয় পণ্যের উপর দফায় দফায় শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যে ধাপে ধাপে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর এবার ভারত-সহ ভিনদেশি ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, ১ অক্টোবর থেকে আমরা যেকোনও ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্ট নেওয়া ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের উপরে ১০০ শতাংশ শুল্ক বসাব, যদি না তারা আমেরিকায় ওষুধ তৈরির প্ল্যান্ট তৈরি করে। নির্মাণ শুরু করতে হবে, সেটাই চুক্তি। এর বাইরে কোনও ছাড় পাওয়া যাবে না। এই আবহে যখন ভারতের রফতানিকারকরা মহাবিপদের মুখে তখন বন্ধুত্বের বার্তা দিল বেজিং। ভারতীয় ওষুধ শুল্কশূন্য করে পাল্টা কূটনৈতিক চাল দিল চিন।

কুড়ি বছরে পা দিল গাজিয়াবাদের বৈশালীর শ্রীশ্রী সর্বজনীন কালীপূজা সমিতির দুর্গোৎসব। এবারের পুজোর থিম 'মা'। দশভুজা মাতৃ-আরাধনার পাশাপাশি মায়েদের বন্দনা। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ৭০ বছরের উর্ধ্বে মায়েদের মঞ্চে আপ্যায়ন করে বিশেষ সম্মান জানানো হয়।

দিল্লির করোলবাগ পূজা সমিতির ৮৪ বছরের দুর্গোৎসব উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছিমছাম মণ্ডপসজ্জা ও সাবেকি প্রতিমা।

গ্রেটার নয়ডা কালীবাড়ির রজতজয়ন্তী শারদোৎসব উপলক্ষে দর্শকের ঢল। আচার মেনে পুজোর পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মণ্ডপে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক আসর। স্থানীয় শিল্পীদের গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন এখানকার অন্যতম আকর্ষণ।

৯৩১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-২০ ব্যাটারদের শীর্ষে অভিষেক শর্মা

আজ আমেদাবাদে শুরু ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট

বাড়তি পেসারে চোখ শুভমনের

কোচ গম্ভীরের সঙ্গে শুভমন। বুধবার আমেদাবাদে।

আমেদাবাদ, ১ অক্টোবর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আমেজের মধ্যেই লাল বলের ফরম্যাটে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার থেকে আমেদাবাদে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এটাই ভারতের প্রথম হোম সিরিজ।

ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে শুভমন গিল ইঙ্গিত দিলেন, একজন বাড়তি পেসার খেলানোর!

আমেদাবাদের পিচ বরাবরই স্পিনারদের বাড়তি সাহায্য করে থাকে। তবে এবার বেশ ঘাস রয়েছে উইকেটে।

গিল বলেন, আগামীকাল পিচ আর আবহাওয়া দেখে প্রথম এগারো বেছে নেওয়া হবে। উইকেটে ভালই ঘাস রয়েছে। তাই বাড়তি পেসার খেলাতেই পারি। তবে পুরোটাই ঠিক হবে টসের আগে। পিচের আর্দ্রতা দেখার পর। প্রশ্ন উঠেছে, জসপ্রীত বুমরা কি এই সিরিজে দুটো টেস্টেই খেলবেন? গিল অবশ্য কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি। তাঁর বক্তব্য, বুমরাকে খেলানোর সিদ্ধান্ত হবে ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে। এটা নির্ভর করবে আগের ম্যাচে ও কত ওভার বল করেছে, তার উপর। তবে ওকে নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

পিচ নিয়ে গিল বলেন, আমি এমন উইকেটে খেলা পছন্দ করব, যেখানে বোলার ও ব্যাটার সমান সুবিধা পাবে। তবে এটাও ঠিক, ভারত যে দলই খেলতে আসে, তারা জানে, স্পিনের বিরুদ্ধে পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। একই সঙ্গে রিভার্স সুইংও সামলাতে হবে।

ভারতীয় টেস্ট অধিনায়কের কথাতেই পরিষ্কার, অমেদাবাদের ২২ গজে সবুজের আভা থাকলেও, স্পিনাররা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন। শেষ পর্যন্ত, ভারত যদি তিন স্পিনার নিয়ে মাঠে নামে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গিল আরও বলেছেন, আমরা কঠিন ক্রিকেট খেলব। ইংল্যান্ডে প্রতিটি টেস্টে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম এবারও সেই ক্রিকেট খেলতে চাই। দেশের মাঠে প্রায় এক বছর পর টেস্ট খেলব। তাই এই সিরিজ আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ গোল হজম মেসির মায়ামির

হারের পর বিধ্বস্ত মেসি।

ফ্লোরিডা, ১ অক্টোবর : পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন। তবুও দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারে শিকাগোর কাছে ৩-৫ গোলে হেরে গেল ইন্টার মায়ামি।

প্রথমার্ধেই ১-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল মায়ামি। ১১, ৩১ ও ৪৩ মিনিটে শিকাগোর হয়ে গোল করেন যথাক্রমে ডি'আভিলা, জোনাথন ডিন ও রোমিনিগুয়ে। মায়ামির একমাত্র গোলটি করেন রোমান আলিভেস। ৩১ মিনিটে। বিরতির পর খেলা শুরু হলে, লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোলে ৩-৩ করে ফেলেছিল মায়ামি। কিন্তু ৮০ মিনিটে জাস্টিন রেন্ডসের গোলে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যায় শিকাগো। এরপর ৮৩ মিনিটে ব্রায়ান গুতিরেজের গোলে তিন পয়েন্ট নিচিত করে ফেলে শিকাগো।

হতাশ করেছেন মেসি। গোটা ম্যাচে তাঁর অবদান প্রথমার্ধে একটি দুরন্ত শট। যা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে এই ম্যাচ হারলেও, মেসিদের প্লে অফ খেলা নিশ্চিত। এদিকে, এই হারের যাবতীয় দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো।

অস্ট্রেলিয়ার নায়ক মার্শ

মাউন্ট মাউনগানুই, ১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচ ৬ উইকেটে জিতল অস্ট্রেলিয়া। ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি করে জয়ের নায়ক মিচেল মার্শ। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। ৬৬ বলে অপরাজিত ১০৬ রান করেন টিম রবিনসন। যদিও ১৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ৪৩ বলে ৮৫ রান করে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন মার্শ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ট্রাভিস হেডের ৩১, ম্যাথু শর্টের ২৯ রান। টিম ডেভিড ১২ বলে ২১ রান করে নট আউট থেকে। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রইল অস্ট্রেলিয়া।

বিসিসিআইয়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ নকভির

দুবাই, ১ অক্টোবর : সময় যত গড়াচ্ছে, ততই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন মহসিন নকভি। শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে বাধ্য হলেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান। এদিকে, ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপ ট্রফি ভারতকে ফেরত দেননি নকভি। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধানের পদ হারাতে পারেন নকভি।

মঙ্গলবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভায় নকভি জানিয়েছেন, যা ঘটেছে, সেটা অনভিপ্রেত। তাই তিনি ভারতীয় বোর্ডের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছেন। তবে কবে তিনি ট্রফি ফেরত দেবেন, সেটা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। এই পরিস্থিতিতে নকভির বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ আনতে চলেছে বিসিসিআই। কারণ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি নকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠতেই পারে।

এদিকে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভায় নকভিকে প্রশ্নবাণ ও যুক্তিতে রীতিমতো কোণঠাসা করে দেন বিসিসিআইয়ের দুই প্রতিনিধি রাজীব শুক্লা ও আশিস শেলার। তাঁরা জয় শাহের উদাহরণ টেনে জানান, ২০২২ সালে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি শাম্মি সিলভা। অথচ সেই সময় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন জয় শাহ। ফলে নকভির হাত থেকেই সূর্যকুমার যাদবদের ট্রফি নিতে হবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। আরও জানা গিয়েছে, ওই সভায় নকভির পাশে অন্য কোনও দেশের প্রতিনিধি দাঁড়াননি। উল্টে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কা ভারতকে সমর্থন করে।

বৈভবের সেঞ্চুরি

ব্রিসবেন, ১ অক্টোবর : আইপিএল ও একদিনের ক্রিকেটের পর এবার লাল বলেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন বৈভব সূর্যবংশী। অনূর্ধ্ব ১৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুব টেস্টে বুধবার মাত্র ৭৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান বৈভব। শেষ পর্যন্ত আউট হন ৮৬ বলে ১১৩ রান করে। বৈভব ৯টি চার ও ৮টি ছয় মারেন। যুব টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির গড়েছেন বৈভব। দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড (৬৪ বলে) এখনও আরেক ভারতীয় আয়ুষ মাত্রের দখলে। এদিকে বৈভব ছাড়াও সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বেদান্ত ত্রিবেদী। তিনি ১৪০ রান করেন। অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত অল আউট হয় ৪১২ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিসে ১ উইকেটে ৮ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া যুব দল।

রিয়ালের বড় জয়, হার লিভারপুলের

এমবাপের গোল উৎসব।

আলমাতি, ১ অক্টোবর : মাদ্রিদ ডার্বির হারের ধাক্কা সামলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপের হ্যাটট্রিকে কাজাখস্তানের ক্লাব কইরাতকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। যা টুর্নামেন্টে রিয়ালের টানা দ্বিতীয় জয়।

২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রিয়ালের প্রথম গোল করেন এমবাপে। ৫২ মিনিটে তিনিই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এরপর ৭৩ মিনিটে আর্দা গুলেরের পাস থেকে দলের তৃতীয় গোল করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এমবাপে। ৮৩ মিনিটে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার গোলে ৪-০। সংযুক্ত সময়ে রিয়ালের পঞ্চম গোলটি করেন ব্রাহিম দিয়াজ।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে লিভারপুল ০-১ গোলে হেরে গিয়েছে তুরস্কের গালাতাসারের বিরুদ্ধে। ম্যাচের ১৬ মিনিটে গালাতাসারের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ভিক্টর ওসিমেন। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট শুরুতে মহম্মদ সালাহকে মাঠে নামেননি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমেও দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি সালাহ। অন্যদিকে, চেলসি ১-০ গোলে হারিয়েছে বেনফিকাকে। ম্যাচের ১৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বেনফিকাকে ডোবান রিচার্ড রিওস। অন্য একটি ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৫-১ গোলে হারিয়েছে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে।